

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-
বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ
বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের
বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

সাপ্তাহিক

RNI : ASSBEN/2023/88999

Postal Regn No : SC-104/2025-2027

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

সমাজমাধ্যমে
সুধা মূর্তির
ভূয়ো ভিডিও,
প্রতারণিত বহু
মানুষ! সতর্ক
করলেন
ইনফোসিস কর্তা
চনং পৃষ্ঠা



VOL - 03, ISSUE - 6

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 23 January, 2026::: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬, ৯ মাঘ, ১৪৩২ বাংলা

RS. 10/-

প্রতিটি রাজ্যই এখন বৈশ্বিক বিনিয়োগের ঠিকানা, সুইজারল্যান্ড থেকে বার্তা হিমন্তের

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : সুইজারল্যান্ডের দাভোসে 'টিম ইন্ডিয়া'র অঙ্গ হিসেবে হাজির ছিল অসম। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, বৈশ্বিক বিনিয়োগের জন্য এখন দেশের প্রতিটি রাজ্যই উপযুক্ত গন্তব্য। আজ এমন মন্তব্য করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দাভোস সফর শেষে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে অসমের অংশগ্রহণের বিষয়টি সত্যিই অনেক গর্বের, তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের ভাষ্য, আন্তর্জাতিক মঞ্চে অসমের উপস্থিতি দেখিয়ে দিয়েছে, যে বিনিয়োগের সুযোগ এখন আর স্রেফ কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আগে ভারতের ক্ষেত্রে গোটা বাণিজ্যিক দুনিয়ার নজর ছিল হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে। কিন্তু আজ যখন



অসমের মতো রাজ্য ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করছে, তাতে প্রমাণ হয়, গোটা দেশের সবক'টি রাজ্যই বিনিয়োগের জন্য তৈরি।

হিমন্তবিশ্ব জানান, এ মুহূর্তে এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে দেশ, যেখানে ভারতের যে

কোনও রাজ্যই বড় বিনিয়োগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে। দাভোসে অসমের সক্রিয় অংশগ্রহণ সেটাই প্রমাণ করে। হিমন্ত বলেন, 'অসম দীর্ঘদিন ধরে চা শিল্প ও হাইড্রোকার্বনের

এরপর দুয়ের পাতায়—

অসমে এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ : মুখ্যমন্ত্রী

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম শীর্ষ সম্মেলনের মঙ্গলবার ছিল দ্বিতীয় দিন। এ দিন দাভোসে ওয়ার্ল্ড শীর্ষ সম্মেলনে ইন্ডিয়ান পেভেলিয়নের উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ ভারতের দশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিশিষ্ট উদ্যোগপতিরা অংশ নেন।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম শীর্ষ সম্মেলনে অসমের প্রতিনিধি দাভোসে ১৯ থেকে ২৩ হিসেবে প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী অংশ নিয়েছেন। দাভোস থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শীর্ষ শীর্ষ

সম্মেলনে অসমে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের কাছে অসম যে এক দ্রুত বিকাশশীল রাজ্য তা তুলে ধরে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার প্রয়াস করছেন মুখ্যমন্ত্রী, এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, অসম বিশেষ করে সবুজ শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাঁশ থেকে ইথানল উৎপাদন নিয়েও আলোচনা করেন।

দাভোসে ১৯ থেকে ২৩ জানুয়ারি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে এই

এরপর দুয়ের পাতায়—

নির্বাচন অফিসারের কাছে স্মারকপত্র শ্রীভূমি কংগ্রেসের

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শ্রীভূমি : উপরওয়ালার দোহাই দিচ্ছি। আপনারা ন্যায়ের পাশে থেকে কাজ করুন। আপনারা চাপের কাছে মাথা নত করবেন না। আমরা জানি আপনাদের ওপর শাসকদল থেকে অনেক চাপ রয়েছে। আমরাও একসময় সরকারে ছিলাম। কিন্তু এরকম জোচ্চুরি করিনি। মঙ্গলবার নির্বাচন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে এমন কথা বললেন জেলা কংগ্রেসের নেতারা। এ দিন তাঁরা নির্বাচন আধিকারিকের হাতে একটি স্মারকপত্রও তুলে দিয়েছেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ ক্ষোভ উগরে দেন। শাসক দলের ইশারায় বেছে বেছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

বিএলওর মাধ্যমে একচেটিয়া মুসলিম ভোটারদের নাম তালিকা থেকে কর্তন করা হচ্ছে। নাম না কাটলে

এরপর দুয়ের পাতায়—

সরস্বতী পূজো
উপলক্ষে সমস্ত
পাঠক, হকার,
এ জে নট
বিজ্ঞাপনদাতা
শুভানুধ্যায়ীকে যুব বিচিত্রা
পরিবার থেকে জানাই অফুরন্ত
শুভেচ্ছা।
—সানি রায়, সম্পাদক যুব
বিচিত্রা

ভূমিপুত্র স্লোগান দিয়ে ধলাইয়ে টার্গেট করা হলে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে বিজেপি

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর: ধলাই সংরক্ষিত কেন্দ্রে বিজেপির এক শ্রেণির নেতা-কর্মীরা যেভাবে ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করার জন্য বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তাতে দলীয় নেতৃত্ব রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন। অবশ্য শুধু ধলাই নয়, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় এই স্লোগান দিয়ে কর্মীরা রীতিমতো প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। এর মধ্যে উদারবন্দ, কাটিগড়াও রয়েছে। মূলত ধলাই কেন্দ্রে বিবাদ এতটাই চরমে উঠেছে যে প্রকাশ্যে ভূমিপুত্র দলীয় প্রার্থী প্রত্যাশীরা একজোট হয়ে বর্তমান বিধায়ক নীহাররঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে তুমুল

আবেদনপত্র জমা দিতে প্রচুর সমর্থক নিয়ে শিলচরেও শক্তি প্রদর্শন আমিনুলের

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : গুয়াহাটির পর মঙ্গলবার শিলচরে বহু সমর্থক নিয়ে রীতিমতো শক্তি প্রদর্শন করে সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য কংগ্রেস দলের প্রার্থিত্বের আবেদন জানালেন অসম বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর।

আমিনুল হক দলীয় মনোনয়নের আর্জি জানিয়ে গত শুক্রবার গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এরপর মঙ্গলবার শিলচরে আবেদন জানান শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সজল আচার্যের কাছে। আবেদনপত্র জমা দিয়ে বিনয়ের সুরে আমিনুল বলেছেন, আমি কংগ্রেস দলের একজন অনুগত সৈনিক। অনুগত সৈনিক হিসেবেই প্রার্থিত্বের আবেদন জানিয়েছি। তবে বিবেচনা সহকারে দল যাঁকেই টিকিট

দেবে সেই সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেব।

কংগ্রেস দলের গাইডলাইন অনুযায়ী দলীয় টিকিটের আবেদন জানাতে প্রথমে প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে আবেদন করার পর একইভাবে করতে হয় জেলা সহ ব্লক স্তরে। আমিনুল এ দিন সব প্রক্রিয়াই সম্পন্ন করেছেন। জেলা কমিটি স্তরে আবেদন জানাতে দুপুরে প্রচুর সংখ্যক সমর্থক নিয়ে ইন্দিরা ভবনে হাজির হন আমিনুল। তাঁর আবেদনপত্র পেশ উপলক্ষে শ্যামাচরণ দেব হলে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সমর্থকদের ভিড়ে ঠাসা হলে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে অমিতাভ সেন, পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী, অশোক বৈদ্য, নীলিমা বেগম লস্কর ও খসরু আলম চৌধুরীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে আমিনুল হক লস্কর বলেন, সোনাইয়ে এ বার দলের

এরপর দুয়ের পাতায়—

শান্তি ফিরলেও সেনার ফ্ল্যাগ মার্চ থমথমে বড়োলাভে

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে কোকরাঝাড়ে বুধবারও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভয়, আশঙ্কা নিয়ে আশ্রয় শিবিরে দিন কাটাতে হচ্ছে ভুক্তভোগী জনতাকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে প্রশাসনের তৎপরতা অব্যাহত। বুধবার কোকরাঝাড় শহরের রাজপথে সেনা ও অর্ধ সামরিক বাহিনী ফ্ল্যাগমার্চ করে ভয় ও আশঙ্কা দূর করার প্রয়াস করে। এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোকরাঝাড় ও চিরাং জেলার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

বুধবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায়



ফিরিয়ে আনতে বিটিসি চিফ হাগ্রামা মহিলারি বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে মিলিত হন। মহিলারি ইতিমধ্যে আদিবাসী ও বড়ো জনগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, সকলেই

স্থানীয় বাসিন্দা। একসঙ্গে সবাইকে থাকতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো রাজনৈতিক সুবিধা আদায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোকদের

বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গত সোমবার সাধারণ একটি পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী ও বড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে কী আদিবাসী কী বড়ো জনগোষ্ঠী আশ্রয় শিবিরের পরিবেশ তারই প্রতিফলন। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে তাঁবু টাঙিয়ে বাস করছেন আদিবাসী ও বড়ো জনগণ। এক আদিবাসী মহিলার আত্মনাদ— বার বার কেন তাঁদের আক্রমণের

এরপর দুয়ের পাতায়—

একের পাতার পর —

প্রতিটি রাজ্যই এখন বৈশ্বিক বিনিয়োগের ঠিকানা, সুইজারল্যান্ড থেকে বার্তা হিমন্তের

জন্য পরিচিত ছিল। কিন্তু এখন আমরা সার ও রাসায়নিক শিল্প সহ সেমিকন্ডাক্টর এবং তার গোটা ইকোসিস্টেম, ইলেকট্রনিক্স, গ্রিন এনার্জি ইত্যাদি নতুন নতুন শিল্পের ক্ষেত্রেও নিজেদের প্রমাণ করতে পারছি।’

দাভোস সম্মেলনের দু’দিনে রাজ্য সরকার একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার ফলে ভবিষ্যতে অসমের আর্থিক গতিকে ত্বরান্বিত করতে একাধিক মউ স্বাক্ষর হয়েছে। গোটা এই সফরকে খুব ফলপ্রসূ আখ্যা দিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, ‘আমরা বহু বিনিয়োগকারীর সঙ্গে দেখা করেছি এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মউ স্বাক্ষর হয়েছে। সামগ্রিকভাবে আমরা এই সফরের রেজাল্টে ভীষণ খুশি।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, দাভোসে হওয়া এই আলোচনা ও চুক্তি আগামী দিনে বাস্তব বিনিয়োগে রূপ নেবে এবং অসমের অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে।

প্রসঙ্গত, ওয়াল্ড ইকোনমিক ফোরামের এই বার্ষিক সম্মেলনে প্রথমবার অংশ নিয়েই প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে অসম। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অর্থনৈতিক মধ্যে অসমের এই সাফল্য রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। তিনি আরও জুড়েন, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। দাভোসের এই সাফল্য বুঝিয়ে দিয়েছে উত্তরপূর্ব ভারতে এখন ভরসাযোগ্য বিনিয়োগ-গম্ভ্য অসম।

হিমন্তবিশ্ব বলেন, গত পাঁচ বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে রাজ্যের অর্থনৈতিক গতি। আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকবে বলে আশাবাদী তিনি। বলছিলেন, ‘আমরা আকারে ছোট অর্থনীতি হলেও আমাদের বৃদ্ধির গতি দ্রুত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। এতেই সাফল্য আসছে।

মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যেই একটি বায়ো-গ্যাস কারখানা ও একটি গ্রিনফিল্ড কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। পাশাপাশি, টাটা সেমিকন্ডাক্টরের অসম কারখানায় আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই চিপ উৎপাদন শুরু হবে। তাঁর মতে, এই প্রকল্পগুলিই বুঝিয়ে দিচ্ছে অসম এখন যে কোনও শিল্পদ্যোগের জন্য উত্তম ঠিকানা। হিমন্ত আরও জানান, অতীতে এরকম বৈশ্বিক মধ্যে অসমের উপস্থিতি কল্পনাই করা যেত না। অথচ এখন দেখুন, এটাই তো পরবর্তিত অসম।

অসমে এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ

সম্মেলনে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রনায়ক, বিশিষ্ট শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ, বহুজাতিক কোম্পানির সিইওরা অংশ নেন। বিশ্বের কাছে দ্রুত বিকাশশীল রাজ্য হিসেবে উত্তরপূর্বের মুখ্য দ্বার হিসেবে অসমে বিনিয়োগের সম্ভাবনার দিক তুলে ধরার প্রয়াস করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ দিকে সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প নিয়ে দাভোসে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের সঙ্গেও বৈঠক করলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। জাগিরোডে সেমি কন্ডাক্টর শিল্প স্থাপনে টাটা গোষ্ঠী এগিয়ে আসায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। দাভোসে চলা ওয়াল্ড ইকোনোমিক ফোরামে এ দিন বিশ্ব সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। তার ঠিক আগেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আর্থিক পর্যবেক্ষকরা।

অসমে সেমি কন্ডাক্টর শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে রাজ্যে চিপ তৈরি করা হবে এবং সেটা বিশ্বে বাজারজাত করার জন্যই টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথমবার বিশ্ব আর্থিক ফোরামের বৈঠকে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী পরে বলেছেন, ধাপে ধাপে সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের উন্নয়ন হলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। তাছাড়াও টাটা বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তার বাজারজাতকরণেরও ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে অসমের সেমি কন্ডাক্টর শিল্প নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে। সেটাকে যাতে সঠিক পথে চালিত করা যায় সেই জন্য টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরগের সঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিশ্ব আর্থিক ফোরামে এই সেমি কন্ডাক্টর শিল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সেই হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে চিপ তৈরির ব্যাপারে যাতে গুয়াহাটিকে মুখ্য আকর্ষণ করে এই অঞ্চলে দক্ষ কর্মী তৈরি করা যায় সেটাও এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য স্বীকার করেন, অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক যে অবস্থান তাতে সেখানে বড় বড় শিল্প স্থাপন করা বেশ কঠিন।

শান্তি ফিরলেও সেনার ফ্ল্যাগ মার্চ

থমথমে বড়োল্যান্ডে

লক্ষ্য করা হচ্ছে? সেই ১৯৯৬ ও ২০১৪ সালের বিভীষিকাময় পরিবেশের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মেট্রিক পরীক্ষার সময় ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব বইপত্র, নথি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কী করবে আমাদের ছেলেমেয়েরা, এটা ভেবেই কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না।

এরই মধ্যে শিবিরে চিকিৎসক ছাড়াই প্রসূতির প্রসবের ঘটনাও ঘটে গেল। মা, সন্তানের চিকিৎসার দাবি উঠল আশ্রয় শিবিরে। ভয়াবহ এই পরিবেশ থেকে এদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রশাসনের আশ্রয় চেষ্টা অব্যাহত। বিটিসির আইজিপি অখিলেশ সিং জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। ভুক্তভোগী মানুষকে অভয় দেওয়া হয়েছে ঘরে ফেরার। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। সামাজিক মাধ্যমে উস্কানিমূলক প্রচারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সাফ জানান সিং।

উভয় জনগোষ্ঠীর প্রতি শান্তিবজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে আদিবাসী দল ও সংগঠন। আদিবাসী নেতা তথা ইএম দুর্গা হাঁসদার আহ্বান, কোকরাঝাড়ে বড়ো, আদিবাসী সাঁওতালের বাস বহু দিনের। সকলকেই শান্তিতে বসবাস করতে হবে। যারা এই গোষ্ঠী সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আবেদনপত্র জমা দিতে প্রচুর সমর্থক নিয়ে

শিলচরেও শক্তি প্রদর্শন আমিনুলের

টিকিট চেয়ে আবেদন করেছেন দশ জনেরও বেশি সদস্য। এ ক্ষেত্রে দল কাকে টিকিট দেবে তা ঠিক করবেন জাতীয় তথা প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। তিনি বলেন, আমি কথা দিচ্ছি, অন্য কেউ টিকিট পেলেও সমান উৎসাহে দলের নির্বাচনী কাজ করব। শুধু সোনাই নয় দলকে যে কোনও মূল্যে বেশিরভাগ আসনে জয়ী করতে আশ্রয় চেষ্টা করব। বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে অসমে এ বার ক্ষমতায় আসবে কংগ্রেস। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাব। অনুষ্ঠানে দলকে জয়ী করার জন্য কর্মীদের বাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সজল আচার্য এবং পার্থরঞ্জন চক্রবর্তীও।

নির্বাচন অফিসারের কাছে স্মারকপত্র শ্রীভূমি

বিএলও-দের চাকরি হারাতে হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে চাকরি হারানোর ভয়ে বিএলও-রা ভোটারদের নাম কেটে চলেছেন। মঙ্গলবার এ সব অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন অফিসারের কাছে গেছে জেলা কংগ্রেস। তাপস পুরকায়স্থর নেতৃত্বে বিশ্বজিৎ ঘোষ, শাহাদাত চৌধুরী স্বপন, প্রদীপ কুড়ি, অনুরাগ দত্ত, রাজন চৌধুরী সহ অন্যরা দেখা করেন অফিসারের সঙ্গে। তাঁর কাছে একটি স্মারকপত্র তুলে দেন তাপসবাবু। প্রকৃত ভোটারদের নাম যাতে বাদ না পড়ে এ দিকে লক্ষ রাখার অনুরোধ করেন তাপস পুরকায়স্থ। বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘আমাদের কাছে অসংখ্য বিএলও ফোন করে নাম কাটার অভিযোগ জানাচ্ছেন। উত্তর করিমগঞ্জে এক চেটিয়া মুসলিম ভোটারের নাম কাটা হচ্ছে। চাকরি হারানোর ভয়ে বিএলও-রা অন্যায়ের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আমরা আপনাকে উপরওয়ালার দোহাই দিচ্ছি। এমনটা করা থেকে বিরত থাকুন আপনারা। শাসকদলের চাপে আপনারা মাথা নত করবেন না। আমরাও দীর্ঘ সময় সরকারে

আরও খবর.....

মিত্রতা হবেই! সব জল্পনা উড়িয়ে দাবি গৌরবের, এলেন বাঘেল

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেসের তৎপরতা তুঙ্গে। রাজীব ভবনে টিকিট প্রত্যাশীর ভিড়। মঙ্গলবার ছিল টিকিট প্রত্যাশীদের আবেদনের শেষ দিন। প্রত্যাশীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবেদনের দিন বাড়ানো হয়েছে। এদিকে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে অসমে উপস্থিত হয়েছেন দলের মুখ্য নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ছত্রিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, বন্ধু তির্কি সহ একাধিক নেতা। তাঁদের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার মানবেন্দ্র কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সব জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ ঘোষণা করলেন, কংগ্রেসের মিত্রতা নিয়ে যতই প্রশ্ন উত্থাপন করা হোক না কেন বিজেপি বিরোধী-মিত্রতা হবেই। এনিয়ে কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই।

এদিকে অখিল গগৈও এদিন জোট প্রসঙ্গ স্পষ্ট করে বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে যতই সংঘাত লাগানোর প্রয়াস করা হোক না কেন মিত্রতা

হবেই। অখিল গগৈ ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্র্যান্ড অ্যাঙ্কসেডের হয়ে প্রচারে নামবেন। এদিকে গগৈর দাবি, মিত্রতা প্রসঙ্গে বিজেপির চেয়ে কংগ্রেস চারগুণ এগিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে গোয়ালপাড়ায় রাভা সংগঠনের সঙ্গে বিজেপির মিত্রতা হবে কি না, বড়োভূমিতে বিজেপির মিত্র কে হবে?

উজান অসমে বিজেপি ও অগপর মধ্যে কী বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে? এসব প্রশ্ন নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এদিকে বিজেপি টিকিট লাভের জন্য শর্ত হিসাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সমালোচনা করতে হবে। সেটা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সর্বানন্দ সরকারের আমলে দুর্নীতি হয়েছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচারে সর্বানন্দ সোনোয়ালকে আড়াল করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন গৌরব গগৈ। তিনি বলেন,

ছিলাম। কিন্তু এরকম জোচ্চুরি করিনি।’ জবাবে বিএলও-দের কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম কাটার সুযোগই নেই বলে কংগ্রেস নেতাদের জানান নির্বাচন অফিসার।

এ দিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন কংগ্রেস নেতারা। তাঁরা বলেন, বিজেপি নেতারা চাপ সৃষ্টি করে প্রকৃত ভোটারদের নাম কাটতে বিএলওদের বাধ্য করছেন। আমাদের কাছে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। প্রকৃত ভোটারদের নাম কাটা বাদ না দিলে আমরা বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলব, মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতারা।

ভূমিপুত্র স্লোগান দিয়ে ধলাইয়ে টার্গেট করা হলে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে বিজেপি

প্রচার অভিযানে নেমেছেন। এর আগে অবশ্য উদ্বারবন্দে একই বিষয় নিয়ে জেলা নেতৃত্ব স্থানীয় প্রার্থী প্রত্যাশীরা যে জোট গঠন করেছিলেন তার বিরোধিতা করে এদের রীতিমতো সতর্ক করে দিয়েছিল। ধলাই কেন্দ্রে উত্তেজনার পারদ তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় তা জেলাস্তরে সমাধানের জন্য প্রদেশ কমিটি থেকে নির্দেশ আসার পরই গত ১৮ জানুয়ারি দলীয় কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকেন জেলা সভাপতি রূপম সাহা। ওই বৈঠকে ধলাই কেন্দ্রে ভূমিপুত্র প্রার্থী প্রত্যাশীদের ডেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, দলীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন হিসেব নিকেশ এবং সমীক্ষার ভিত্তিতেই প্রার্থী চূড়ান্ত করবে। সে ক্ষেত্রে ভূমিপুত্রের স্লোগান দিয়ে কোনও প্রার্থী প্রত্যাশীকে টার্গেট করা কখনওই উচিত নয়।

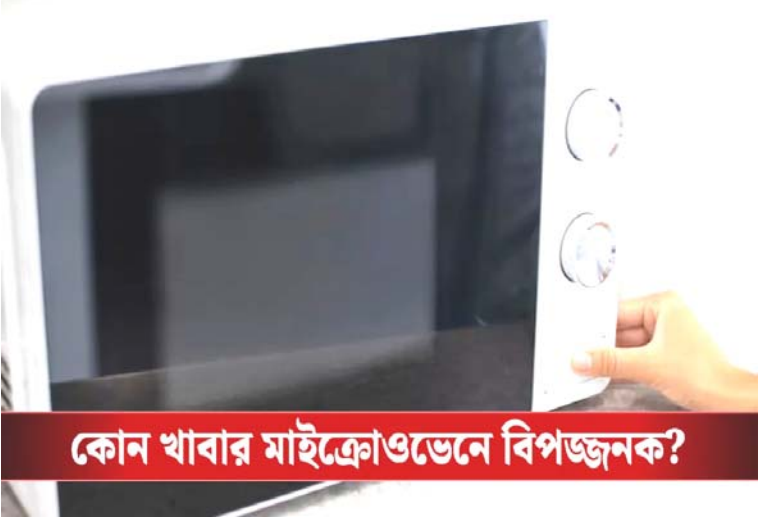
দল এ ধরনের সংকীর্ণ নীতিতে বিশ্বাস করে না। এই বৈঠকে ধলাই কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের নির্বাচিত বিধায়ক এবং বর্তমান সাংসদ তথা অভিভাবক পরিমল গুরুবৈদ্য সহ সব শীর্ষ স্থানীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। এমনকি ভূমিপুত্র নিয়ে যেসব স্লোগান তৈরি করছেন স্থানীয় টিকিট প্রত্যাশীরা তাতেও জেলা কমিটির সায় নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে স্পষ্টভাবে বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী এক কেন্দ্রে বহু মানুষ আবেদন জানাতে পারেন। তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিশেষ কোনও টিকিট প্রত্যাশীকে টার্গেট করে যদি অভিযান পরিচালনার চেষ্টা হয় তা হলে দল সেটাকে সহজভাবে মেনে নেবে না।

ইতিমধ্যে দলীয় তরফে ধলাই এবং কাটিগড়াতে ভূমিপুত্র প্রার্থীর ধুরো তুলে দলের মধ্যে যারা বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তাদের সতর্কবার্তা পাঠিয়ে বলা হয়েছে, বিজেপিতে ভূমিপুত্র প্রার্থী বলে কোনও কিছু নেই। জনপ্রিয়তার নিরিখে এবং এলাকার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে অন্য কেন্দ্রের নেতাকেও যে কোনও কেন্দ্রে প্রার্থী করে দল পাঠাতে পারে। যারা দলের আদর্শ এবং নীতিতে বিশ্বাসী তাদের অবশ্যই অনুশাসন ও প্রদেশ নেতৃত্বের নির্দেশ মানতে হবে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য হল, বর্তমান বিধায়ক নীহাররঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে ধলাইয়ের স্থানীয় কর্মীরা নানা কারণেই তাদের অসন্তোষের কথা উপর মহলে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া? এখন ভূমিপুত্র প্রার্থী প্রত্যাশীরা জোট বেঁধে কার্যত বর্তমান বিধায়কের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ ব্যক্ত করছেন। এটাকে সময়মতো নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে ভোটের ফলে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই শক্ত হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সব স্থানীয় টিকিট প্রত্যাশীদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, দল প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে নানা ধরনের তালিকা তৈরি করে থাকে। সেটাতে উত্তীর্ণ হলে তবেই তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা যদি এতই জনপ্রিয়, ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকার পরও কংগ্রেসের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? ভোটার তালিকা থেকে ভারতীয় নাগরিকের নাম কাটার জন্য বিএলওদের মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এ কাজ করা হয়েছে। যার ফলে সে রাজ্য বহু বিএলও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসমে যাতে সেই পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। গগৈ বলেন, বুধবার থেকে কংগ্রেসের জোনাল কার্যকর্তা সম্মেলন আয়োজন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখ্য পর্যবেক্ষক তথা ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেলংকারির অভিযোদ উত্থাপন করে ইঙ্গিত দেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেসের মূল ইস্যু হবে দুর্নীতি। তিনি বলেন, সমগ্র দেশের কাছে অসমের এক পৃথক পরিচয় রয়েছে।

মাইক্রোওয়েভে যখন তখন খাবার গরম করছেন ? এই ট্রিকগুলো না জানলে শরীরের বড় ক্ষতি



কোন খাবার মাইক্রোওয়েভে বিপজ্জনক?

ব্যস্ত জীবনে দ্রুত খাবার গরম করার সমাধান মাইক্রোওয়েভ। কম সময়ে খাবার গরম, কম গ্যাস খরচ সব মিলিয়ে শহুরে রান্নাঘরে এর ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক নিয়ম না মানলে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারেই ক্ষতি হতে পারে স্বাস্থ্যের।

কীভাবে কাজ করে মাইক্রোওয়েভ?

মাইক্রোওয়েভ খাবারের ভেতরে থাকা জলের কণাকে বাষ্প করে তাপ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় খাবার দ্রুত গরম হলেও, ভুল পাত্র বা ভুল উপাদান ব্যবহার করলে খাবারের সঙ্গে ক্ষতিকর

রাসায়নিক মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের একাংশের মতে, সাধারণ প্লাস্টিকের পাত্র মাইক্রোওয়েভে ব্যবহার করলে সেখান থেকে জাতীয় রাসায়নিক বেরিয়ে খাবারের সঙ্গে মিশতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই রাসায়নিক হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে এবং পরবর্তীতে বন্ধ্যাত্ব, থাইরয়েড সমস্যা ও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

কোন খাবার মাইক্রোওয়েভে বিপজ্জনক?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিম, খোসাযুক্ত

আলু বা সম্পূর্ণ বন্ধ প্যাকেটজাত খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করা উচিত নয়। অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়ে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। পাশাপাশি ধাতব পাত্র বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করলে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। একই খাবার বারবার মাইক্রোওয়েভে গরম করলে তার পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। বিশেষ করে ভাত, শাকসবজি ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করার সময় কেবল কাচ বা সিরামিক পাত্র ব্যবহার করা উচিত। খাবার ঢেকে গরম করা উচিত এবং মাঝপথে খাবার নেড়ে নেওয়া জরুরি, যাতে তাপ খাবারে সমানভাবে ছড়ায়। শিশুদের খাবার পরিবেশনের আগে তাপমাত্রা ভালোভাবে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

পুষ্টিবিদদের মতে, মাইক্রোওয়েভে নিজে ক্ষতিকর নয়। সমস্যা হয় তখনই, যখন ভুল পাত্র ও ভুল নিয়মে ব্যবহার করা হয়। সচেতন থাকলে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারে ঝুঁকি নেই।

অতিরিক্ত মানসিক চাপ! কাউকে ‘না’ বলতে পারেন না তাই তো? এটাই অসুখ

কর্মক্ষেত্রে হোক বা বাড়িতে ভাল মানুষ শব্দটি শুনতে আমরা কম বেশি সকলেই পছন্দ করি। তবে মনোবিদরা বলছেন সবার অনুরোধে হ্যাঁ বলা, নিজের কষ্ট চেপে রাখা আর সবাইকে খুশি রাখার প্রবণতাকে সমাজের এখনও ভালো মানুষ হওয়া হিসেবে দেখেন অনেকে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন এই অতিরিক্ত ভাল হওয়ার চাপই ধীরে ধীরে মানসিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। কীভাবে ভাল মানুষরা পরছেন বিপদে?

মনোবিদ্যার ভাষায় এই ধরনের আচরণকে বলা হয়। সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণা থেকে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে, যারা বারবার না বলতে পারেন না, তারা ভবিষ্যতে-এর মত সমস্যায় পড়তে পারে। এই বিষয়ে কী বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

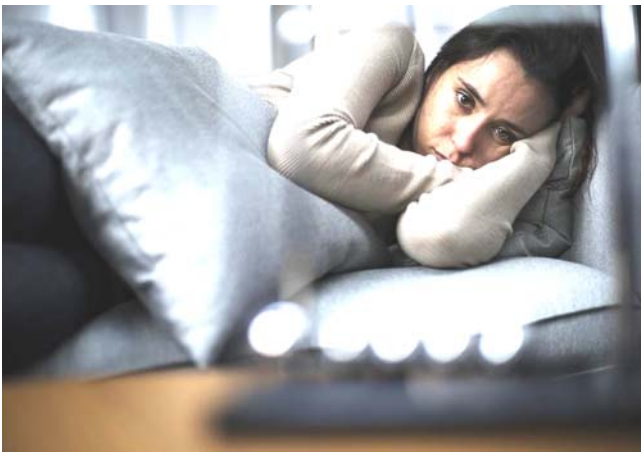
হ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ফ্যাক্টশিটে জানিয়েছে, দীর্ঘদিন নিজের আবেগ ও চাহিদা দমন করে রাখলে তা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। জানেন না বলতে না পারার ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে? এক প্রতিবেদনে জানানো

হয়েছে, যাঁরা সবসময় অন্যকে খুশি রাখার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে আত্মসম্মান

কমে যাওয়া, অতিরিক্ত অপরাধবোধ হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্লান্তি হওয়ার মতো সমস্যা দেখা যেতে পারে।

এক মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সবসময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যের কাজ করে দিলে, ঘুমের সমস্যা, প্রবণতা দেখা যেতে পারে। মনোবিদরা বলছেন সবসময় ভাল থাকার চেষ্টা সুস্থতার লক্ষণ নয়। ভাল থাকার জন্য নিজের সীমা তৈরি করাও জরুরি।

যাঁরা অফিসে অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও না বলতে পারেন না, তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পরিবারের



ক্ষেত্রে, যাঁরা সব দায়িত্ব একাই সামলান, নিজের কষ্ট প্রকাশ করেন না, তাঁদের মধ্যে হঠাৎ মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ার ঘটনা বাড়ছে। এমন ভাল মানুষরা কীভাবে মুক্তি পাবেন? কীভাবে বাঁচবেন নিজেকে? মনোবিদদের মতে সব অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলা বন্ধ করুন, নিজের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন, প্রয়োজনে না বলতে শিখুন। অতিরিক্ত ভাল হওয়া যদি নিজের অস্তিত্বকেই ধীরে ধীরে মুছে দেয়, তাহলে সেই ভাল থাকার মানে নেই। তাই সবার আগে নিজেকে ভালবাসা জরুরি।



হেঁশেল

মাংসের বদলে হয়ে যাক সবজির সুস্বাদু কাবাব

শীতসন্ধ্যায় মুচমুচে, সুস্বাদু, বাল-বাল মাংসের কাবাব। সঙ্গে ধনেপাতা বা পুদিনার চাটনি। এটুকু বর্ণনা জিভে জল আনার জন্য যথেষ্ট। তবে সকলের নয়। যাঁরা নিরামিষাষী বা ভিগান অথবা মাংসপ্রেমী নন, তাঁরা কাবাব কতটা নিয়ে আগ্রহী হবেন, সন্দেহ আছে। তবে কাবাব মানেই কি কেবল মাংস? রান্নার ধরনেই তো কাবাবের আসল মজা



জন্য উপযুক্ত।

রাঙাআলু-ভুট্টার কাবাব : রাঙাআলুর দৌলতে এই কাবাব হালকা মিষ্টি হয়। এই কাবাব বানানোর জন্য রাঙাআলুকে অল্প পুড়িয়ে নিতে হবে, ভুট্টার দানা হালকা ভাপিয়ে নিতে হবে। তার পর মশলা দিয়ে সব মিশিয়ে কাবাবের আকারে ঘিয়ে ভাজতে হবে।

লাউয়ের কাবাব : লাউ গ্রেট করে চালের গুঁড়ো ও বেসনে মিশিয়ে নিন। পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কার মতো আরও কিছু মশলা যোগ করে মিশ্রণ বানিয়ে ঘিয়ে রোস্ট করে কাবাব বানিয়ে নিন।

পনির-ওটসের কাবাব : পনির, আলু, রোস্ট করা ওটসের গুঁড়ো হাতে পিষে নিতে হবে। সেই মিশ্রণকে কাবাবের আকার দিয়ে ঘিয়ে ভেজে নিতে হবে। বাইরে মুচমুচে, ভিতরে নরম এই খাবার প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে। **ফুলকপি-কড়াইগুঁটির কাবাব :** কপির ফুল ও কড়াইগুঁটি হালকা ভাপিয়ে নিন। তার পর হালকা করে পিষে নিয়ে তার মধ্যে বেসন মিশিয়ে কবাব হিসেবে বানানো যেতে পারে। **কাবলি ছোলা-মাশরুমের কাবাব :** কাবলি ছোলা সেদ্ধ করে পিষে নিন। অন্য দিকে মাশরুম হালকা ভেজে নিন। দুটিকে একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প করে ঘিয়ে রোস্ট করে নিলেই কবাব প্রস্তুত।



লুকিয়ে। গ্রিল বা রোস্ট করা, অথবা মাটির উনুনে সেকেনে রান্না করা খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবেন কেন নিরামিষাষীরা? আর তাই মাংসের বদলে কয়েকটি সবজির কাবাবের সন্ধান দেওয়া হল, যা আপনি নিজে বাড়িতে বানিয়ে খেতে ও খাওয়াতে পারবেন।

দইয়ের কাবাব : বাইরে মুচমুচে, ভিতরে নরম। থকথকে দই দিয়ে বানানো এই কাবাব ডায়েটেও রাখা হয়। ভাজা বেসন, কনফ্লাওয়ার, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদা, ধনে দিয়ে দই ফেটিয়ে কাবাবের আকারে ঘিয়ে রোস্ট করা হয়।

দই দিয়ে বানিয়ে নিন কাবাব।

বিট-গাজরের কাবাব : বিট ও গাজর গ্রেট করে চাল ও ভুট্টার গুঁড়ো এবং মশলার সঙ্গে মিশিয়ে ঘিয়ে হালকা ভেজে এই কাবাব বানানো হয়। এই খাবারটিও ওজন হ্রাসের

ক্ষীরের বদলে পনির-গুলকন্দ! এই শীতে পাটিসাপটায় আনুন রাজকীয় টুইস্ট

বাঙালির রান্নাঘর এখন পিঠে-পুলির গন্ধে ম ম। পৌষ পার্বণ মানেই বাঙালির ঘরে ঘরে চালের গুঁড়োর সুবাস। সঙ্গে নলেন গুড়ের মিষ্টি স্বাদ। তবে সময়ের স্রোতে রুচিও বদলেছে। একঘেয়েমি কাটাতে সাবেকিয়ানার গায়ে এবার লেগেছে আধুনিকতার প্রলেপ। বছর বছর সেই একই ক্ষীরের পুর দেওয়া পাটিসাপটা এখন অতীত। পাটিসাপটার সাবেকি মোড়কে যদি থাকে চকোলেট বা কাস্টার্ডের টুইস্ট, তবে মন্দ হয় না। উৎসবের মেজাজ জমিয়ে দিতে রইল পাটিসাপটার ৫ ফিউশন রেসিপি।

১ ম্যাঙ্গে-সন্দেশ পাটিসাপটা—শীতেও আমের স্বাদ। আমসত্ত্ব বা আমের পাল্লের সঙ্গে সন্দেশ মেখে পুর তৈরি করুন। সাধারণ ব্যাটারের ভিতরে এই আমের টুইস্ট সাবেকি পিঠেকে এক লহমায় আধুনিক করে তুলবে। পিঠে নরম রাখতে চালের গুঁড়ো ও ময়দার ব্যাটার অন্তত আধ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। তাওয়া যেন খুব বেশি

গরম না হয়। সামান্য ঘি মাখিয়ে হালকা আঁচে ধৈর্য ধরে সেকলেই মিলবে নমনীয় ও ধবধবে সাদা পাটিসাপটা।

২ গোলাপ-বাসন্তী পাটিসাপটা—পিঠেতে থাকুক অভিজাত্য। ব্যাটারে কয়েক ফোঁটা রোজ সিরাপ মেশালে আসবে হালকা গোলাপি আভা। ভিতরে খোয়া ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিন গুলকন্দ। প্রতি কামড়ে গোলাপের স্নিগ্ধ গন্ধে মজে উঠবে মন।

৩ চকোলেট-হাজেলনাট পাটিসাপটা—ছোটদের কথা ভেবেই এই ফিউশন। ব্যাটার তৈরির সময় সামান্য কোকো পাউডার মিশিয়ে দিন। পুর হিসেবে ব্যবহার করুন চকোলেট স্প্রেড। সাথে দিন কুচোনো হাজেলনাট বা কাজু। ওপর থেকে চকোলেট সস ছড়িয়ে দিলে এটি হবে খুদেদের সেরা প্রাপ্তি।

৪ ফ্রুট কাস্টার্ড পাটিসাপটা—খুব বেশি মিষ্টি অপছন্দ? তবে এটি আপনার জন্য। দুধ, কাস্টার্ড পাউডার ও চিনি দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন।

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ : ৩, সংখ্যা, ৬, ৯ মাঘ, ১৪৩২ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

‘ডল’ ও ডৌল, এ বছর বাঙালির সরস্বতী পূজোয় বাৎসল্যের প্রাবাল্য

সরস্বতী পূজো দরজায় করা নাড়ছে। শহরে, গ্রামে বাংলার বাচ্চাদের মধ্যে এবার নাকি সারস্বত ডেউ অনেক বেশি। এবং চাহিদায় দেখা দিয়েছে নতুন ট্রেন্ড। তারা চাইছে পুতুলের মতো সরস্বতী। কলকাতার কুমারটুলি বাচ্চাদের মনের ইচ্ছে আঁচ করতে পেরেছে আগে থেকেই। সেখানকার মৃৎশিল্পীরা এই নতুন সরস্বতী স্রোত বা ট্রেন্ডের একটা বাণিজ্যবান্দব নামও দিয়েছেন। কেউ বলছেন ‘কিউট সরস্বতী’। কেউ বলছেন ‘ডল’ বা ‘পুতুল সরস্বতী’। ঘরে ঘরে এই বছর নাকি পুতুল সরস্বতীর প্রতিই বাচ্চাদের মায়ার টান বেশি।

খুদে সরস্বতী। ছোট ছোট বাসন্তী রঙের শাড়ি। পুঁচকে হাস। একরঙা বীণা। বিন্দু-বিন্দু বই। এসব চেনা প্রতীকও আছে পুতুল সরস্বতীর সঙ্গে। এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সরস্বতীর দেখা মিলেছে একটি বাদামের খোলার মধ্যে। ওই বাদামের খোলা নাকি পুতুল সরস্বতীর বাড়ি। ডল সরস্বতী এবং বাদামের খোলার মতো ভঙ্গুর চল’স হাউস, মনে পড়ে যেতে পারে মানুষের সংসারকে ইবসেন তো তাই বলেছিলেন তাঁর ভুবন বিখ্যাত নাটকে। প্রতিমা পূজো, সে যে আকারেই হোক না কেন, একরকমের পুতুল পূজোই তো। ভগবান বা দেব দেবীকে মানুষের আকারে ভাবতে না না পারলে তাঁদের আমরা ভালোবেসে কাছের করে নিতে পারি না। তাঁদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা, স্নেহ এসব অনুভব করে অনেক দূরের ঈশ্বরকে ঘরের মানুষ করে নিতে পারলে আমাদের যেন একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় জোটে। ঈশ্বর হয়ে ওঠে মনের মানুষ, নিত্যদিনের আত্মীয়। সরস্বতীর কথাই ধরা যাক। তিনি কসমিক শক্তির প্রতীক, যে-শক্তি এই মহাবিশ্বের বুননে রক্ষিত বুদ্ধিমত্তা, যে-শক্তি ধারণ করে আছে এই মহাবিশ্বকে এক বিজ্ঞানসন্মত শৃঙ্খলা, নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে। এইভাবে ভাবলে সেই দেবীকে কি আমরা ঘরের মেয়ে ভেবে লেখাপড়া, পাস ফেল এসবের সঙ্গে জড়াতে পারি? তার থেকে অনেক সহজ তাঁকে লেখাপড়ার দেবী করে, একটি মূর্তি বানিয়ে পূজো করা এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই মূর্তির পায়ের কাছে রেখে প্রার্থনা করা।

তবে তাঁকে অবশ্য আমার পুতুল করে রাখি না। প্রার্থনা এবং অঞ্জলির আগে পুরোহিতকে দিয়ে পুতুলের মধ্যে ঐশী প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি। আরাধ্য দেব দেবীকে নিজের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করার সহজতম পথটি দেখিয়ে গিয়েছেন রামপ্রসাদ তাঁর গানে। তিনি মা কালীকে তাঁর ঘরের মেয়ে ভেবে ভালবেসেছেন। তাঁর গানে প্রাণ ঢেলে ফুটিয়ে তুলেছেন বাৎসল্য রস। শ্রীরামকৃষ্ণের কালী কখনও তাঁর মেয়ে, কখনও তাঁর মা। কালীর সঙ্গে এই সাধকের মা ছেলের সম্পর্ক। কোনও বিমূর্ততার দূরত্ব নেই এই সম্পর্কে। সরস্বতী পূজো বিদ্যাবুদ্ধির আরাধনা থেকে ক্রমেই হয়ে উঠেছিল বঙ্গ কিশোর-কিশোরীর ভরলেন্টাইন’স ডে। এবার নতুন মোচড়, সরস্বতীকে করে তুলল এক সরল, ছোট শিশু, যার ভালবাসায় আছে ছোটদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অবাধ আনন্দ। পূজো নয়। আছে শৈশব বস্তুতার নির্মলতা। প্রার্থনা নয়। আছে সরস্বতীর সঙ্গে চাহিদাহীন প্রাণের খেলা।

সিবিআইকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ! সমর্থন করা যায় না

রাজীব গান্ধীকে তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। ক্ষমতার কুসমিতে আসীন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। সেবার লোকসভা নির্বাচন বোফার্স নামক এক শব্দরস্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখেছিলাম। বিশ্বনাথ প্রতাপ দাবি করেছিলেন, বোফার্সের সমস্ত সত্য তিনি উদ্ঘাটন করবেন। প্রমাণ করে দেবেন যে, রাজীব গান্ধী বোফার্স কেলেকারিতে ঘুষ খেয়েছেন। দেশের অলিতে-গলিতে মুখরিত হয়েছিল একটি স্লোগান গলি গলি মে শোর হায়া, রাজীব গান্ধী চোর হায়া।

আমরা কতিপয় সাংবাদিক তখন নিয়মিত সিবিআইয়ের সদর দপ্তরে যেতাম তখনও সিবিআই দফতরে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ে এত নিষেধাজ্ঞার লালবাতি ছিল না। আমরা উপরে উঠে সিবিআইয়ের মুখপাত্রের ঘরে দীর্ঘ সময় আড্ডা মারতাম। সিবিআইয়ের মুখপাত্র তখন ছিলেন এসএম খান। পরবর্তী কালে যিনি রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের মিডিয়া উপদেষ্টা হয়েছিলেন। আমরা প্রশ্ন করতাম সিবিআই তদন্ত কত দূর এগল? রাজীব গান্ধী ঘুষ খেয়েছেন এ প্রমাণ পাওয়া গেল? ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরে সিবিআই মুখপাত্র বলতেন, স্ত্রুতদন্ত চলছে। আশা করি আমরা দ্রুত এই তদন্তের নিষ্পত্তি করব। বিষয়টি আদালতের বিচারধীন। রাজীব গান্ধী চুরি করেছেন কি করেননি, সে-ব্যাপারে তদন্তের স্টেটাস জানতে চাইলে মুখপাত্র বলতেন, উই আর নট রুলিং আউট এনি পসিবিলিটি। এইটুকু শুনেই আমরা লাফাতে লাফাতে অফিসে ফিরে আসতাম। আমাদের সেদিনের স্টোরি তৈরি। সিবিআই তদন্ত চলছে।

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ সিবিআই খারিজ করছেন না। শুধু সিবিআইয়ের একটি অ্যাডভাইজরি ছিল আমাদের, সাংবাদিকদের উপর। আমরা সিবিআইয়ের কাউকে কোট করতে পারব না। এমনকী, মুখপাত্রকেও নয়। আমাদের বলতে হবে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। আমাদের বলতে হবে সিবিআই দাবি করছে। এরপর বহু বছর কেটে গেল। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের সরকার ক্ষমতাচ্যুত হল। মণ্ডল এবং কমণ্ডলুর লড়াই। রাজীব গান্ধী বোফার্স চুক্তিতে ঘুষ খেয়েছিলেন তা কিন্তু প্রমাণিত হয়নি, এখনও। সিবিআইয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ অফিসার শান্তনু সেন বলেছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তের পদ্ধতি হওয়া উচিত নয়। তদন্ত হয়ে যাওয়ার পর আদালতে যখন সিবিআই চার্জশিট



দাখিল করবে, তখন সেই চার্জশিট প্রয়োজনে প্রকাশ্যে আনা যেতে পারে। কিন্তু তদন্ত চলার সময় সিবিআই সংবাদমাধ্যমকে কোথায় রেড করছে, কখন রেড করছে, কীভাবে রেড করছে এসব জানায় না। পূর্ণ তদন্তের রিপোর্ট জানার আগেই আংশিকভাবে তল্লাশির খবর প্রচারিত হলে বিশেষত রাজনৈতিক নেতা বা দলের তদন্তের ক্ষেত্রে সেটি প্রতিপক্ষের নির্বাচনী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এমনকী নির্বাচন না থাকলেও প্রমাণ ছাড়া খবর হলে রাজনৈতিক দলগুলো কাদা ছোড়াছুড়ি করার সুযোগ খুঁজে পায়।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ জেটলি আমাকে বলেছিলেন, আগে অর্থমন্ত্রীর অধীনে এনফোর্সমেন্ট আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে নিজের মতো করে তদন্ত করত। আর, সিবিআই ফৌজদারি দুর্নীতি নিয়ে স্বাধীনভাবে তদন্ত করত। পরবর্তী কালে নরেন্দ্র মোদির সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, এনফোর্সমেন্টের যে কোনও তদন্তে সিবিআইয়ের সহায়তা নেওয়া হবে। সিবিআইও যে কোনও তদন্তে এনফোর্সমেন্টের সহায়তা নেবে। কারণ যে কোনও আর্থিক দুর্নীতিতে ফৌজদারি ইস্যু জড়িয়ে থাকে। আবার সিবিআইয়ের যে কোনও ক্রিমিনাল মামলায় আর্থিক দুর্নীতি দেখতে পাওয়া যায়। এই কাণ্ডজ্ঞান থেকে মনে হয় যে, এটি সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু নির্বাচনের মুখে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যখন ইডি হানা দেয়, তখন তার কয়েক ঘণ্টা আগে ক্যামেরাম্যান এবং সাংবাদিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়

যে, ওই বাড়িতে আমরা আসছি। ইডি পৌঁছানোর আগেই সাংবাদিকরা পৌঁছে যায় তখন মনে হয় এটি তদন্ত নয়। এটি রাজনীতি। ইলেকট্রনিক চ্যানেলের একজন সক্রিয় সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, ইডি আগাম জানিয়ে দিলে দুর্নীতি সেদিনও ছিল। এখনও আছে। দুর্নীতি বা কেলেকারির টাকার অঙ্কের পরিমাণ হয়তো বেড়েছে। বেড়েছে দুঃসাহস। সমাজ নামক পিরামিডের শিখর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিরও গণতান্ত্রিকরণ হয়েছে। দুর্নীতি আরও বিকেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কিন্তু সিবিআইকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা সমর্থন করা যায় না। দুর্নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্নীতিকে মূলধন করে রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেল কি সমর্থনযোগ্য? বাবু জগজীবন রামের বিরুদ্ধে জীবনবিমা কেলেকারির অভিযোগ উঠেছিল। টাকার পরিমাণ ছিল অনেক অল্প। ইন্দিরা গান্ধী সেই ফাইলটি তাঁর ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন। বাবু জগজীবন রামকে সেই ফাইল দেখিয়ে বলেছিলেন, এই দেখো, তোমার ব্যাপারে এসব রিপোর্ট এসেছে। একটু সাবধানে থেকো।

বাবু জগজীবন রামের বিক্ষুব্ধ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটিই ছিল যথেষ্ট। কৃষ্ণ মেননের মতো প্রতিরক্ষা স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল নেহরুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও। তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। পরে অবশ্য আবার মন্ত্রিসভায় ফিরে এসেছিলেন। প্রয়াত সমাজবাদী পার্টির নেতা অমর সিং একবার বলেছিলেন, আপনাকে একবার যদি সিবিআই ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে সেই ফাইল বন্ধ হয় না। সেই ফাইল

অগ্রাধিকার পাবে কি পাবে না, সেটা আলোয় আসবে কি আসবে না, কতটা প্রচারিত হবে এগুলো নির্ধারিত হবে শাসক প্রভুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম থাকছে, তার উপর। মুলায়ম সিং যাদবের সিবিআই তদন্তসমূহ মেটানোর ব্যাপারে অমর সিং খুব সক্রিয় ছিলেন। মুলায়ম সিংয়ের আয়ুর্বেদ কেলেকারি থেকে শুরু করে মায়াবতীর তাজ-করিডরের মামলা সবেতেই রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেল অব্যাহত ছিল।

যদি কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি থাকে, সিবিআই যদি সেই দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে আদালতের সামনে, তবে তাকে গ্রেফতার করা হোক। শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া অভিযোগপত্র তৈরি করে সেটি সংবাদমাধ্যমকে খাইয়ে দিয়ে ভোটের সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। আর, সেই কাজটাই কিন্তু এখনও হয়ে চলেছে। নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ বিরুদ্ধে, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময়, যদি সেই ধরনের ব্ল্যাকমেলিং তদন্ত অন্যায্যভাবে হয়ে থাকে, আর সেটা কংগ্রেস করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রেও কংগ্রেস গণিত অন্যায্য করেছিল।

সেদিন বিজেপি সিবিআইয়ের নাম দিয়েছিল কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। আর, কংগ্রেস করেছিল বলেই কি এখন বিজেপি একই অন্যায্য করবে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের দল বিজেপি তাই? সেদিনের সিবিআই যদি কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন হয়ে থাকে, তবে এখন সিবিআই মানে বিজেপি ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন-এ সেটির পরিণতি পাওয়া গণতন্ত্রের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়।

ছোটবেলা থেকেই কি শিশুদের ধর্মীয় আচার শেখানো উচিত



শিশু মানেই কৌতূহল, মনে প্রশ্নের সন্তোর আর শেখার অদম্য আগ্রহ। পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতির হাত ধরেই তার প্রথম পরিচয় হয় সমাজের সঙ্গে। এই পথচলায় ধর্মীয় আচার অনুশীলনও অনেক পরিবারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ মনে করেন, ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা শিশুকে সঠিক মানুষ করে তোলে। আবার কারও আশঙ্কা অতিরিক্ত ধর্মীয় অনুশাসন শিশুর স্বাধীন চিন্তাকে যদি আটকে দেয়। শিশুদের ধর্মীয় আচার শেখানো কি সত্যিই ভাল, নাকি ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে? কী বলছেন মনোবিদরা? মনোবিদদের মতে, ধর্মীয় আচার যদি সহজভাবে, আনন্দের সঙ্গে ও চাপহীনভাবে শেখানো হয়, তাহলে তা শিশুর মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এ প্রকাশিত একাধিক গবেষণায় বলা হয়েছে ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা অনেক শিশুর মধ্যে সহানুভূতি, ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক বোধ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রার্থনা, উৎসব বা ধর্মীয় গল্পের মধ্যে শিশুরা থাকলে তাঁদের পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয়। একইসঙ্গে আমি একা নই। এই অনুভূতি ছোটদের আত্মবিশ্বাস গঠনে সাহায্য করে। ক্ষতির আশঙ্কা কোথায়? সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন ধর্মীয় শিক্ষা, ভয়, শাস্তি বা বাধ্যবাধকতার রূপ নেয়। ইউনিসেফ ও বিভিন্ন শিশু অধিকার সংস্থার পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত কড়া কড়ি ধর্মীয় অনুশাসনে বড় হওয়া কিছু শিশুদের মনের অসুখ দেখা যায়।

এছাড়াও, একমুখী ধর্মীয় শিক্ষা যদি অন্য মত বা বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে শেখায়, তাহলে শিশুর মধ্যে সহনশীলতার অভাব তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, খুব ছোটবেলায় কঠোর ধর্মীয় ছাঁচে বড় হওয়া কিছু শিশু বড় হয়ে নতুন ধারণা গ্রহণে অস্বীকার প্রকাশ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে- ভারসাম্যই মূল চাবিকাঠি।

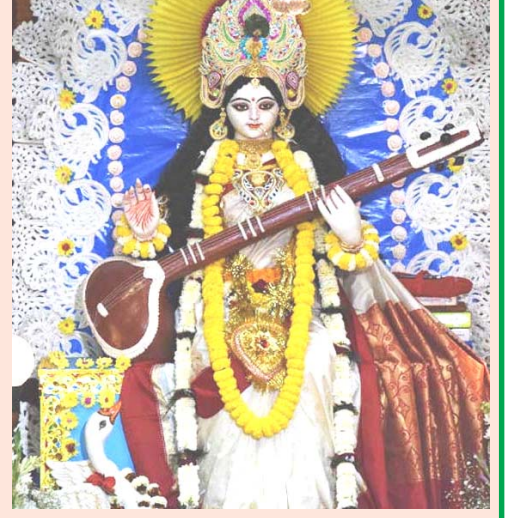
ধর্মীয় আচার শেখানো যেতে পারে, কিন্তু তা যেন কখনও শিশুর উপর বোঝা না হয়, আচার শেখানোর পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ শেখানো জরুরি শিশুদের নিজে থেকে ধর্মীয় আচার শেখা ভাল, তবে বিষয়টি নির্ভর করে কীভাবে এবং কতটা শেখানো হচ্ছে তার উপর। চাপ, ভয় ও জোরাজুরি থাকলে শিশু মনে নীরব ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে।

সরস্বতী পূজায় এই একটি কাজ ভুলেও করবেন না! জেনে নিন কী করণীয়

নমো, সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী বিদ্যাংদেহি নমোহস্ততে।
মাঝে আর মাত্র কটা দিন। তার পরই বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠবে বাংলা। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণে মানতে হয় নানা নিয়মও। পূজোর দিনই শুধু নয়, আগের দিন বা পরের দিনও নানা আচার মেনে চলতে হয়। সরস্বতী পূজোও ব্যতিক্রম নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন নিয়ম মেনে বিদ্যার দেবীকে প্রসন্ন করবেন।

দেবী সরস্বতী শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির দেবী। মনের অঙ্ককার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে জীবন আলোকিত করার জন্যই ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজো করা হয়। নিষ্ঠা-সহকারে পূজো করলে দেবীর সিঁদ্রিলাভ হবেই হবে। এমন কথাই প্রচলিত রয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের। তাই বছরের এই একটা দিন যাবতীয় নিয়ম মেনে চলতে চান শিক্ষার্থীরা। তবে এমন কিছু কাজ রয়েছে যা সরস্বতী পূজোর দিন করলে দেবী রুষ্ট হন। জেনে নিন কোন নিয়মগুলি মানবেন আর কী কী কাজ এড়িয়ে চলবেন।

সরস্বতী পূজোর দিন হাত কিংবা পায়ের নখ ভুলেও কাটতে নেই। চুলের ক্ষেত্রও একই কথা প্রযোজ্য। যদি খুব প্রয়োজন হয়, তাহলে আগের বা পরের দিন কেটে নেওয়া যেতে পারে। সরস্বতী পূজোর দিন ভুলেও সেলাইয়ের কাজ করবেন না। এদিন কোনওভাবেই কাউকে কুকথা বলা উচিত নয়। কারণ, এই পূজোর সময় দেবী সরস্বতী আমাদের জিহ্বায় অবস্থান করেন। তাই কারওর উদ্দেশ্যেই কটু কথা বলতে নেই। গাছ কিংবা খেতের ফসল এদিন ভুলেও কাটতে যাবেন না। শাস্ত্রমতে, এদিন গাছেরাও আনন্দ



উৎসবে মেতে ওঠে। তাই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বাড়িতে গাছ লাগানোকে মঙ্গলসূচক ধরা হয়। সরস্বতী পূজোর দিন ক্রোধ সম্বরণ করুন। কারণ, অশান্ত স্বভাব দেবীর অপছন্দ। সরস্বতী পূজোর দিন হলুদ কিংবা সাদা বস্ত্র পরুন। অন্য রঙের বস্ত্র এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। পূজোর সময় যে প্রদীপ জ্বালানো হয়, তা যেন কোনওভাবেই পূজো চলাকালীন নিভে না যায়। পূজো চলাকালীন প্রদীপ নিভে যাওয়া অমঙ্গলসূচক।

বাগদেবীর আরাধনার দিন অবশ্যই এই নিয়মগুলি মেনে চলুন। আগামী 22 জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার গভীর রাত রাত 1টা 39 মিনিট থেকে 2টা 29 মিনিটের মধ্যে থেকেই পঞ্চমী তিথি পড়ে যাচ্ছে। শাস্ত্র মতে, উদয়া তিথিতে পূজো করাই প্রশস্ত। সেই নিয়ম মেনেই 23 জানুয়ারি শুক্রবারই মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর বন্দনা হবে। পঞ্চমী তিথি 23 জানুয়ারি রাত 12টা 29 মিনিট শ্রমতান্ত্রের রাত 1টা 47 মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে। ফলে শুক্রবার সকালেই পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মোক্ষম সময়।

এই সাপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি

জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এই সময় ব্যবসায় আপনি যা চাইবেন তাই করতে পারবেন। দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত কাজ সময় মত সম্পন্ন হবে। সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাবেন। এসময়ে আপনি দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন, সেখান থেকে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। বর্তমান সময়ে আপনার আয় ক্রমশ বাড়তে থাকবে। শুধু তাই নয়, জমি ক্রয় বিক্রয় করতে পারেন।

বৃষ রাশি

জাতিকাদের এই সময়টি অত্যন্ত মিশ্র হতে চলেছে। এসময় আপনার অর্থহানি হতে পারে। বাড়তি খরচ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ব্যবসায় খুব সফলতা আসবে। কর্মজীবী মহিলারা কাজের জায়গায় আরও এগিয়ে যেতে পারবেন। তবে এসময় মন ভারাক্রান্ত থাকবে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ভাবে একটু সতর্কভাবে সব কাজ করার চেষ্টা করবেন। কারণ শত্রুরা আপনার ক্ষতি করতে পারেন। এসময় মা দুর্গার চল্লিশা নিত্যদিন করার চেষ্টা করুন।

মিথুন রাশি

জাতক জাতিকাদের খুব অশুভ সময় শুরু হবে। যে কাজ করবেন খুব সতর্ক হয়ে সব কাজ করবেন। ব্যবসা থেকে চাকরিতে খুব সাবধানে কাটাবেন। বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিন। শুভাকাষীদের বিশেষ সহায়তা পাবেন আপনি। এসময় থেকে আয় বাড়বে। কথাবার্তায় মধুরতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন। অযথা কারোর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না। ঝামেলা বাড়তে পারে, তাই মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। এসময় গণেশকে দুর্বা নিবেদন করার চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি

জাতক জাতিকাদের পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। এই সময় আপনার মনের গুপ্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। এই সময়ে কারোর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না। লেনদেন সংক্রান্ত ব্যবসায়ী জড়িত সেখানে সফলতা অর্জন করতে পারবেন। আপনার পরিবারের সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে

থাকতে পারবেন। নিয়ম মেনে ভগবানের পূজো করলে আপনি জীবনে এগিয়ে যেতে পারবেন। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আপনার। এসময়ে নিত্যদিন শিব ঠাকুরের পূজো করুন, শিব চালিশা পড়ুন। এতে আপনার খুব শুভ সময় শুরু হবে।

সিংহ রাশি

জাতক-জাতিকাদের অত্যন্ত শুভ সময় শুরু হবে। চাকরি থেকে ব্যবসায় খুব সফলতা আসবে। কাজের জায়গায় ভালো সুযোগ পাবেন। পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। চাকরিতে সফলতা অর্জন করতে পারবেন আপনি। শত্রুরা এসময় আপনারা একদমই ক্ষতি করতে পারবেন না। সপ্তাহের মাঝখানে আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন, সেখান থেকে অর্থপ্রাপ্তি হবে।

কন্যা রাশি

জাতক জাতিকারা আগের সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে খুব সফলতা অর্জন করতে পারবেন। চাকরি থেকে ব্যবসায় আসবে সফলতা। যদি নতুন ব্যবসা শুরু করতে চান করতে পারেন। সেখানেও সাফল্য পাবেন। বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া কারোর সঙ্গে রাগারাগিতে জড়াবেন না।

তুলা রাশি

ব্যক্তিদের উত্থান পতনের মধ্য যেতে চলেছে। এসময়ের বাবা-মায়ের সঙ্গে আপনার একটু ঝগড়া হতে পারে। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনে অশান্তি আসবে। কর্মক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। তবে আপনার খুব একা লাগবে। অর্থহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নতুন ভাবে চাকরিও পেতে পারেন। এসময় দূরে কোথাও ঘুরতে গেলে স্ত্রীকে ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি শুভ যাবে। দাম্পত্য জীবনে সুখে থাকতে পারবেন আপনি। পরিবারের সকলের সঙ্গে যে অশান্তি ছিল, তা কেটে যাবে। কর্মজীবন থেকে চাকরিতে বাধা কাটবে। এসময় মনের গুপ্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। স্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালো থাকতে

পারবেন। প্রত্যেক দিন হনুমানজির পূজো করুন।

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের কর্মজীবন, চাকরি, ব্যবসায় লাভ হবে। এসময় মানসিক চাপ আগের থেকে কমবে। চাকরি ক্ষেত্রে খুব লাভ হয় আপনার। মানসিক চাপ আগের থেকে কমবে। অযথা কারোর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না। এই সময় আপনার শরীর খারাপ হতে পারে। শরীর খারাপ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এসময় নিত্যদিন লক্ষ্মী নারায়ণকে হলুদ ফুল নিবেদন করুন।

মকর রাশি

জাতক জাতিকাদের সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ হবে। নির্দিষ্ট কাজের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করুন। অযথা কারোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে এড়িয়ে চলুন। সমাজে সম্মান ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ভ্রমণ আপনার খুব সুখকর হবে। এসময় হঠাৎ করে আর্থিক দিকে লাভ হবে আপনার। মনে আনন্দ লেগে থাকবে আপনার। শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করুন। তাহলে আপনার দাম্পত্য জীবনে আপনি সুখী হতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি

জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে থেকে ব্যবসায় এগিয়ে যেতে পারবেন। কোনও কাজে পিছিয়ে যাবেন না। আপনার জন্য খুব ভালো সময়। প্রতিযোগিতামূলক যেকোনও পরীক্ষা দিলে সেখানে সফলতা অর্জন করতে পারবেন। রাজনীতিতে নাম করতে পারবেন। ভগবান হনুমানজির পূজো করে সাতবার হনুমান চল্লিশা পাঠ করুন। আপনার জীবনে সফলতা লেগেই থাকবে।

মীন রাশি

জাতক জাতিকাদের অলসতা ও অহংকার ত্যাগ করতে হবে। এসময় নিত্যদিনের কাজ নিত্যদিন শেষ করার চেষ্টা করুন। শরীর খারাপ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারবেন। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করছেন, তাতে তারা অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন। প্রেমের সম্পর্কে যারা যুক্ত তাঁদের শুভ সময়। নিত্যদিন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে আপনার ভালো সময় শুরু হবে।

মহারাষ্ট্রে নয়া সমীকরণ! বিজেপিকে ‘হারাতে’ রাজ ঠাকরের সঙ্গে জোট শিঙে সেনার

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই : মহারাষ্ট্রে হচ্ছেটা কী! মুম্বইয়ের মেয়র পদ নিয়ে টানা পোড়নের মধ্যেই নয়া সমীকরণ তৈরি হয়ে গেল কল্যাণ ডম্বিভলি পুরসভায়। বিজেপি যাতে মেয়র পদ দখল করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে বিরোধী শিবিরে থাকা রাজ ঠাকরের সঙ্গে হাত মেলাতে পিছপা হলেন না উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিঙে। আবার রাজ ঠাকরেও ভাই উদ্ধবকে ছেড়ে তাঁর ‘মহাশত্রু’ শিঙের হাত ধরলেন। যদিও দুই দলই উন্নয়নের দোহাই দিচ্ছে। একটু খোলসা করে বলা যাক। সদ্য বৃহন্মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের যে ২৯টি পুরসভায় নির্বাচন হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম কল্যাণ ডম্বিভলি। এই কল্যাণ এলাকা শিঙে সেনার গড় হিসাবে পরিচিত। একনাথ শিঙের ছেলে শ্রীকান্ত এই এলাকার সাংসদ। পুরসভায় এখানে বিজেপি এবং শিঙে সেনা একসঙ্গেই লড়েছে। ব্যাপক সাফল্যও এসেছে। মোট ১২২ আসনের মধ্যে শিঙের শিব সেনা ৫৩ আসন



জিতেছে। বিজেপি জিতেছে ৫০ আসন। উদ্ধব ঠাকরের শিব সেনা বিরোধী হিসাবে উঠে এসেছে। তাঁদের দখলে গিয়েছে ১১ আসন। ৫টি আসন জিতেছে এমএনএস। এখনও মেয়র নির্বাচন হয়নি। কিন্তু মহাজুটির অন্দরে অঘোষিতভাবে ঠিক হয়েছে মেয়র

নির্বাচনে যাঁদের প্রার্থী জয়ী হবেন, তাঁরাই মেয়র পদ পাবেন। মেয়র পদ নিয়ে যদি শেষপর্যন্ত ভোটাভুটি হয়, তাহলে কর্পোরের ভাঙতে পারে বিজেপি, সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই আগেভাগে শক্তি আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিতে চাইছিল একনাথ শিঙে

শিবির। সেকারণেই এমএনএসের পাঁচ কর্পোরেরকে দলে যোগদান করালেন শিঙে সেনার সাংসদ শ্রীকান্ত। এমএনএসের স্থানীয় নেতারা বলছেন, দলের অনুমতি নিয়েই শিঙে সেনার সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। কল্যাণের উন্নয়নের স্বার্থে এটা জরুরি সিদ্ধান্ত। এমএনএসের কর্পোরেরদের যোগদানের ফলে কল্যাণে শিঙের সেনার শক্তি বেড়ে দাঁড়াল ৫৮। ম্যাজিক ফিগার ৬২। এর ফলে মেয়র পদ দখল করতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় তাঁদের। অবশ্য অনেক কিছু নির্ভর করছে মুম্বইয়ের সমীকরণের উপর। বিএমসিতে এই মুহুর্তে মেয়র পদ নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে শিঙে সেনা এবং বিজেপির মধ্যে। শেষমেশ যদি শিঙে সেনা মুম্বইয়ের মেয়র পদে বিজেপির প্রার্থীকে মেনে নেয়, তাহলে কল্যাণ এবং নাসিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই মেয়র পদ পেতে পারেন একনাথ শিঙে।

জলাশয়ে আছড়ে পড়ল বায়ুসেনার প্রশিক্ষণ বিমান! ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য প্রয়াগরাজে

সংবাদ সংস্থা, লখনউ : ফের দুর্ঘটনার কবলে বায়ুসেনার বিমান। বুধবার সকালে জলাশয়ে আছড়ে পড়ল বায়ুসেনার এক প্রশিক্ষণ বিমান। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে। কচুরিপানা বোঝাই ওই জলাশয়ে আছড়ে পড়ায় প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে উদ্ধারকারী দল। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বিকট শব্দে প্রয়াগরাজের ওই জলাশয়ে আছড়ে পড়ে বিমানটি। শব্দ শুনে সেখানে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনাপ্রস্তু ওই বিমান থেকে পাইলটদের উদ্ধার করেন তাঁরাই। দু’জন পাইলটই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঠিককি কারণে এই দুর্ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে অনুমান করা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বিমানটি। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কচুরিপানা বোঝাই ওই পুকুর থেকে বিমানটিকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বায়ুসেনার বিমানে দুর্ঘটনার ঘটনা এই প্রথমবার নয়, সাম্প্রতিক সময়ে দেশে নানা প্রান্তে বায়ুসেনার বিমানে দুর্ঘটনার খবর সামনে এসেছে। এর আগে গত বছরের নভেম্বর মাসে দুবাইতে এক এয়ারশোতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান তেজস।

সমাজমাধ্যমে সুধা মূর্তির ভূয়ো ভিডিও, প্রতারণিত বহু মানুষ! সতর্ক করলেন ইনফোসিস কর্তা



সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র প্রযুক্তি ব্যবহার করে বানানো তাঁর একটি ভূয়ো ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তা দেখে লগ্নি করে প্রতারণিতও হয়েছেন বহু মানুষ। এ কথা জানিয়ে সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীদের সতর্ক করলেন ইনফোসিস কর্তা এবং রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ সুধা মূর্তি। একটি ভিডিওবর্তা সুধা জানান, তাঁর যে ভূয়ো ভিডিওটি ছড়িয়েছে সমাজমাধ্যমে, তাতে সাধারণ মানুষকে লগ্নি নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে কিছু লিঙ্কও সমাজমাধ্যমের পোস্টে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই লিঙ্ক ক্লিক করে লগ্নির চেষ্টা করে প্রতারণিতও হয়েছেন বহু মানুষ। তাঁরা যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, সবই খোয়া গিয়েছে। সুধার অভিযোগ, ডিপফেক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুমতিও নেওয়া হয়নি। এক্স হ্যান্ডলে বিষয়টি নিয়ে পোস্টও করেছেন সাংসদ। তিনি

লিখেছেন, “আমার ছবি এবং কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে একটি ভূয়ো ভিডিও বানিয়ে তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি সকলকে সতর্ক করতে চাই। আমার অজান্তে এবং আমার অনুমতি ছাড়াই এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে।” বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সুধা লিখেছেন, “আপনারা দয়া করে এই ধরনের ভিডিও দেখে কোনও অর্থলগ্নির সিদ্ধান্ত নবেন না। আমার অনুরোধ, আপনারা আগে যাচাই করুন। যদি ভূয়ো হয়, সেই ভিডিও রিপোর্ট করুন। সতর্ক থাকুন। নিরাপদে থাকুন। জয় হিন্দ।” প্রসঙ্গত, ডিপফেক প্রযুক্তি নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সমাজের সর্ব স্তরেই। এই প্রযুক্তিতে কৃত্রিম মেধার সাহায্যে বদলে দেওয়া হচ্ছে কারও শরীর, তো কারও মুখ। এক জনের শরীরে অন্যের মুখ বসিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভূয়ো ভিডিও। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে শালীনতার মাত্রা। এই প্রযুক্তির শিকার হয়েছেন বেশ কয়েক জন বলিউড অভিনেত্রী। বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা উচিত বলে সব ব হয়েছিলেন অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। পরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার। অপব্যবহার রুখতে ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকও নির্দেশিকা জারি করেছিল।

আর কখনও জোট নয়, ঘোষণার পরই ফের কংগ্রেসের হাত ধরল আপ

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : দিল্লিতে হারের পরই আম আদমি পার্টি ঘোষণা করেছিল তারা আর ইন্ডিয়া জোটে থাকছে না। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোটের সম্ভাবনা নেই। ক’দিন আগে পর্যন্ত দলের সর্বভারতীয় কনভেনশন অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছিলেন, ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নেই। অথচ সেই আপ আবার সেই কংগ্রেসেরই হাত ধরছে। চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে

‘বিজেপিকে হারাতে’ একজোট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই দল। আগামী ২৯ জানুয়ারি চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচন। কাউন্সিলর নির্বাচন আগেই হয়েছে। বিজেপির দখলে রয়েছে ১৮ জন কাউন্সিলর। আপের দখলে ১১ জন কাউন্সিলর। কংগ্রেসের কাউন্সিলর সংখ্যা ৬। সব মিলিয়ে ১৭ আসন। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সাংসদ মণীশ তিওয়ারিরও ভোটাধিকার রয়েছে। তিনি জোটের পক্ষে ভোট দিলে দুই

শিবিরের হাতেই ১৮ ভোট হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে লটারি করে মেয়র নির্বাচিত হবেন। মজার কথা হল, এবার আর ভোট গোপন ব্যালটে হবে না। প্রকাশ্যে ভোট হবে। তাই ক্রস ভোটিংয়ের সম্ভাবনা কম। ফলে লড়াই জমজমাট হবে। সেকারণেই এই জোট। জোটে আপ লড়বে মেয়র পদে। আর কংগ্রেস লড়বে সিনিয়র ডেপুটি মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে। কিন্তু কেন এই জোটের দরকার পড়ল?

যুদ্ধবিধ্বস্ত কাশ্মীর থেকে কর্তব্য পথে, দিল্লিতে পুরুষদের সিআরপিএফ ইউনিটকে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাস সিমরনের



নেতৃত্ব থাকছেন সিমরন। ১৪০ জনেরও বেশি পুরুষ জওয়ানের ইউনিট এগিয়ে যাবে সিমরনের নেতৃত্বে। নওশেরা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণের খুব কাছের একটি গ্রামের সিমরনের জন্ম। বরাবর পাকিস্তানি আক্রমণের নিশানায় থাকে এই নওশেরা সেক্টর। সেই গ্রাম থেকেই দেশরক্ষার স্বপ্ন নিয়ে

সিমরনের বেড়ে ওঠা। কলেজে পড়ার সময়েই ইউপিএসসি পরীক্ষা দেন। ২০২৩ সালে প্রথম চেষ্টাতেই পার করে ফেলেন সিএপিএফ পরীক্ষার বেড়া। ১৫১ জনের মধ্যে ৮২ র‍্যাঙ্ক করেন সিমরন। সেবছর জম্মু-কাশ্মীর থেকে একমাত্র সিমরনই এই পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। নিজের জেলা থেকে

উঠে আসা একমাত্র মহিলা হিসাবে সিআরপিএফ আধিকারিক পদে কাজ শুরু করেন সিমরন। বর্তমানে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে রয়েছেন।

২০২৬ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অনুশীলন চলাকালীনই সকলের নজরে পড়েন সিমরন। তাঁর দক্ষতা, কুচকাওয়াজের নিপুণতা সেসব দেখেই বেছে নেওয়া হয় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। নতুন দায়িত্ব পেয়ে অভিভূত সিমরন বলছেন, এই অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা নেই তাঁর। যুদ্ধবিধ্বস্ত কাশ্মীর থেকে কর্তব্য পথে পৌঁছে যাওয়া সিমরনের যাত্রা অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে অন্যদেরও। রাজৌরির কিশোরীরা বলছে, সিমরনের মতোই ইউনিফর্ম পরে দেশের সেবা করবে তারা।

দ্বিতীয় বার বিয়ে করছেন দক্ষিণী সুপারস্টার ধনুশ ! পাত্রী কী বলিউডের সুগাল ঠাকুর ?



দক্ষিণী সুপারস্টার ধনুশ এবং বলিউড অভিনেত্রী সুগাল ঠাকুরের প্রেমের গুঞ্জন বেশ কিছুদিন ধরেই বিনোদন জগতের বাতাসে ভাসছে। এবার সেই গুঞ্জন আরও জোরালো হলো। সাম্প্রতিক কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, এই তারকা জুটি তাদের সম্পর্কে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গুঞ্জন বলছে, আগামী বছর ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ প্রেম দিবস অর্থাৎ

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেন ধনুশ ও সুগাল। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটানা চার হাত এক হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে এই বিষয়ে ধনুশ বা সুগাল এখনও পর্যন্ত কারোরই কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর থেকেই তাদের প্রেমের গুঞ্জন ডানা মেলতে শুরু করে। সম্প্রতি সুগাল ঠাকুরের ছবি স্ক্রিন অফ সরদার ২-এর স্ক্রিনিংয়ে ধনুশের উপস্থিতি নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়। যদিও সেই সময় বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সুগাল বলেছিলেন, ধনুশ কেবল অজয় দেবগণের আমন্ত্রণে সেখানে এসেছিলেন। একে

তুলভাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। এক সাক্ষাৎকারে সুগাল স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, ধনুশ আমার খুব ভালো একজন বন্ধু। কেবল স্ক্রিনিং নয়, ধনুশের আগামী ছবি তেরে ইশক মে-র রূপ-আপ পার্টিতেও সুগালকে দেখা গিয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের একে অপরের সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিও প্রায়ই ভাইরাল হয়। জানা যায়, দক্ষিণী ছবিতে কাজ করার সূত্রেই ধনুশের কাছাকাছি আসেন সুগাল। সূত্রের খবর, তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের চিন্তাভাবনা ও জীবনবোধের অনেক মিল রয়েছে। এমনকি সম্প্রতি সুগাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধনুশের বোনদের অনুসরণ করতে

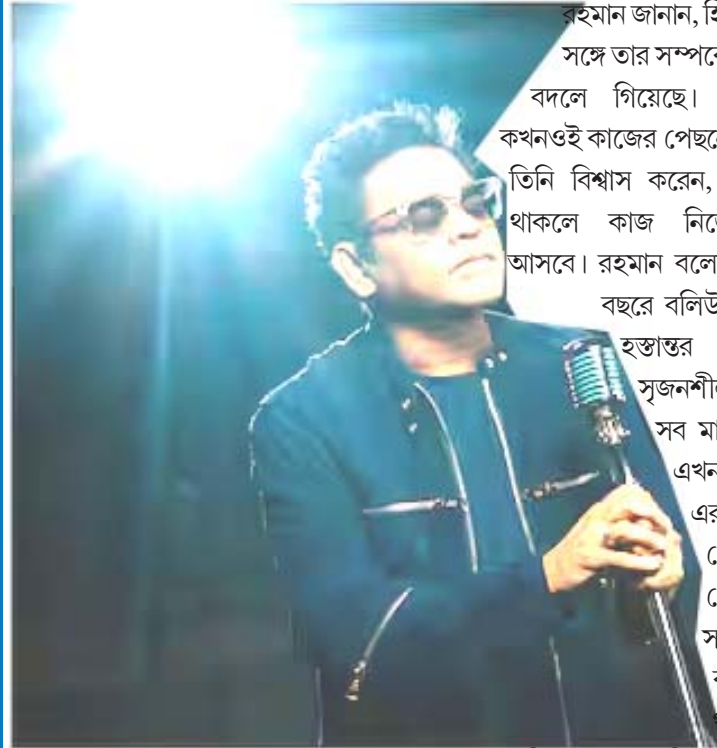


কবে বিয়ে?

শুরু করলে সেই জল্পনা আরও বেড়ে যায়। উল্লেখ্য, ধনুশ এর আগে মেগাস্টার রজনীকান্তের কন্যা তথা পরিচালক ঐশ্বর্য রজনীকান্তের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ২০২২ সালে তারা বিচ্ছেদের ঘোষণা

দেন। তাদের দুই পুত্রসন্তান রয়েছে লিঙ্গা এবং যাত্রা। অন্যদিকে, এর আগে সুগাল ঠাকুরের সাথে গায়ক-রূপার বাদশাহর নামও জড়িয়েছিল। এখন দেখার বিষয়, ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাই কোনো সুখবর আসে কি না, নাকি এটি নিছকই এক গুঞ্জন হয়ে থেকে যায়।

বলিউডে কাজ পাচ্ছেন না রহমান ! কোন রুট সত্য সামনে আনলেন সুরকার



সুরকার এ আর রহমান বলিউড নিয়ে এক বিস্ময়কর সত্য প্রকাশ করেছেন। ভারতের অন্যতম সম্মানিত সঙ্গীত পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও গত আট বছর ধরে বলিউডে তাঁর কাজের সুযোগ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। রহমানের মতে, বলিউডের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সমীকরণ বা পাওয়ার গেম-এর পরিবর্তনের কারণেই তার কাছে আগের মতো প্রস্তাব আসছে না।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে

পারে, যদিও তা সরাসরি আমার সামনে আসে না। আমি লোকমুখে অনেক কথা শুনি। কাজের সুযোগ কমে গেলেও তা রহমানের সৃজনশীল মানসিকতা বা আত্মবিশ্বাসে কোনও প্রভাব ফেলেনি। তিনি জানান, তিনি কাজ খুঁজতে পছন্দ করেন না। বরং কাজ যেন তাকে খুঁজে নেয়, এটাই তার চাওয়া।

রহমান আরও বলেন, হয়তো কোনও ছবিতে আমাকে নেওয়া হল, কিন্তু দেখা গেল মিউজিক কোম্পানি তলে তলে

আরও পাঁচজন সুরকারকে নিয়োগ করেছে। আমি বলি ভালই তো, আমি পরিবারকে দেওয়ার মতো আরও বেশি সময় পাব। আমি কাজের সন্ধানে নেই এবং কাজ খুঁজতে কোথাও যেতেও চাই না। আমার সততাই যেন কাজ নিয়ে আসে। আমি যা পাওয়ার যোগ্য, তা নিশ্চয়ই পাব। বর্তমান বলিউড দ্রুত সাফল্য পেতে একই অ্যালবামে একাধিক সুরকারকে দিয়ে কাজ করানো এবং ব্যবসায়িক ট্রেন্ডের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে, যার ফলে সৃজনশীল সঙ্গীত ভাবনা কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। রহমান আরও জানান যে, সাফল্যের চূড়ায় থাকা সত্ত্বেও কেরিয়ারের শুরুতে অনেকদিন নিজেকে বলিউডে স্তব্ধহিরাগত বললে মনে করতেন। ১৯৯১ সালে মণি রত্নমের রোজা দিয়ে বলিউডে হাতেখড়ি হলেও এবং এরপর বোম্বে বা দিল সে-র মতো কালজয়ী কাজ করলেও বলিউডের মূলধারা তাঁকে গ্রহণ করতে সময় নিয়েছিল।

রহমানের কথায়, প্রথম তিনটি ছবির সময় আমি বহিরাগতই ছিলাম। কিন্তু ১৯৯৯ সালে সুভাষ ঘাইয়ের ক্রান্তালক্স ছবিটির অ্যালবাম সবার রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। উত্তর ভারতের শ্রোতাদের হৃদয়েও এই অ্যালবামটি এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল, যা রহমানের জন্য ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বাধা দূর করতে সাহায্য করে।

দুই রণবীরের পর 'আলফা মেল' শাহিদ কাপুর, 'ও রোমিও' লুকে ফেরালেন 'কবীর সিং' নস্ট্যালজিয়া

বছরখানেক বাদে পুরনো ফর্মে শাহিদ কাপুর। যে অভিনেতা একসময়ে কামিনে, হায়দর, উড়তা পাঞ্জাব, কবীর সিংয়ের মতো সিনেমায় অভিনয় করে বড় তুলে দিয়েছিলেন, বিগত কয়েক বছরে বক্স অফিসে তাঁর মন্দা বাজার। ফরজি,



তেরি বাতো মে উলবা জিয়ায় চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে সিনেসমালোচকদের থেকে ভালো নম্বর আদায় ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ২০২৬ সালে সম্ভবত ও রোমিওর হাত ধরেই কপাল খুলতে চলেছে শাহিদে। মাসখানেক ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে আবারও বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন শাহিদ কাপুর। সেই জল্পনা সত্যি করেই গুজবের প্রকাশ্যে এল সিনেমার প্রথম পোস্টার। যেখানে রক্তাক্ত চেহারায আলফা মেল লুকে কবীর সিংয়ের স্মৃতি উসকে দিলেন অভিনেতা। রক্তস্নাত পোশাক। শরীরী ক্যানভাসে ট্যাটুর বহর। চোখে মুখে আগ্রাসী অভিব্যক্তি। ও রোমিওর পয়লা বলকেই সাড়া ফেললেন শাহিদ। যা দেখে সিনেবিশেষজ্ঞদের মত, অ্যানিম্যাল, ধুরন্ধর-এর মতো এই সিনেমাতেও রক্তগঙ্গা বইবে। শাহিদ অবশ্য অনেক আগেই কবীর সিং দিয়ে

আলফা মেল ট্রেন্ড শুরু করেছিলেন। তেইশ সালে যে পথ অনুসরণ করে পর্দায় রক্তের খেলা দেখান রণবীর কাপুর। অন্যদিকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর-এও রক্তারক্তি, হাড়হিম অ্যাকশন রয়েছে। বিশাল ভরদ্বাজের হাত ধরে এবার কি সেই ট্রেন্ডেই গা ভাসালেন শাহিদ? জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি অবধি। কারণ প্রেমদিবসের আবহেই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। যদিও বিশাল-শাহিদ জুটির বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ এর আগে কামিনে, হায়দর, রক্তুন-এ পরিচালক-অভিনেতা জুটির ম্যাজিকের সাক্ষী থেকেছে দর্শক। অতঃপর এবার ও রোমিওর ক্ষেত্রেও যে তার ব্যতিক্রম ঘটবে না, তেমনটা আশা করাই যায়। জানা গেল, সাজিদ নাদিয়াদওয়াল প্রযোজিত তথা বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত এই সিনেমা আদ্যোপান্ত রোম্যান্টিক অ্যাকশন থ্রিলার হতে চলেছে।

বাংলাদেশকে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হোক, মামলা দিল্লি হাইকোর্টে

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি: ভারতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলায় আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। লিটন-মুস্তাফিজুরদের বাদ দিয়ে অন্য কোনও দেশকে সুযোগ দেবে আইসিসি? এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এর মধ্যেই আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া হোক, এই আর্জি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন এক তরুণী। তাঁকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল আদালত। শেষ পর্যন্ত দুই বিচারপতির ধমক খেয়ে মামলা প্রত্যাহার করেন মামলাকারী। শেখা হাসিনা পরবর্তী সময় ভারতবিশেষ বেড়েছে পদ্মাপাড়ে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতনও। সেই প্রসঙ্গ টেনে জনস্বার্থ মামলা করেন তরুণী। মামলার আবেদনে তিনি দাবি করেন, যতক্ষণ না বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) সমস্ত আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে দেশটিকে বাদ দিক। পাশাপাশি দাবি করা হয়, আইসিসিকে একটি

তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। যারা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেবে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চে এই মামলা ওঠে। মামলায় যুক্ত করা হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই), শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড, বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড এবং বাংলাদেশের হাই কমিশনকে। দুই বিচারপতি বেঞ্চে অবশ্য মামলাটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন। মামলাকারীর উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, “এটা কী ধরনের মামলা? যা মনে হচ্ছে, তা নিয়েই এমন মামলা করে দেওয়া যায়?” আদালত যে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না সে কথা মনে করায় বিচারপতিদের বেঞ্চে। এই ধরনের মামলা করে অযথা আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে, মন্তব্য করেন বিচারপতিরা। মামলাকারীকে ‘গঠনমূলক কাজ’, ‘ভালো কাজ’ করার পরামর্শ দেয় আদালত।

এক সপ্তাহেই সিংহাসনচ্যুত, বিরাটকে টপকে র‍্যাঙ্কিং শীর্ষে ভারতের ‘ত্রাস’

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা): ৫৭ মাস প ব. ওয়ানডের সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তবে এক সপ্তাহ পেরতে না পেরতেই নেমে গেলেন তিনি। তাঁকে টেকা ও য. ১ ন ডে সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ত্রাস হয়ে ওঠা মিসেল। অস্ট্রেলিয়া এ বং দক্ষিণ আফ্রিকা মিলিয়ে তিনটি ওয়ানডেতে দুটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি করে আইসিসি ও য. ১ ন ডে ক্রমতালিকায় দু'নম্বরে উঠেছিলেন বিরাট। বিরাট ফর্মের স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও। যদিও এতে শেষরক্ষা হল না। ১৪০৩ দিন পরে দখল করার এক সপ্তাহের মধ্যে সিংহাসন থেকে নেমে যেতে হল বিরাটকে। জোড়া সেঞ্চুরি এবং একটি হাফ

সেঞ্চুরির সৌজন্যে কোহলিকে টপকে গেলেন মিসেল। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবার সিরিজে তানোয় তিনিই ছিলেন মূল কাণ্ডারি। রাজকোটে ৮৪, বরোদায় অপরাধি ১৩১, ইন্দোরে ১৩৭ করেছেন মিসেল। তিন ম্যাচে তাঁর মোট রান ৩৫২। এখানেই কোহলিকে টেকা দিলেন কিউয়ি তারকা। ১১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এলেন দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোহলি এখন অনেক নিচে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৯৫। উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে করেছিলেন কোহলি করেছিলেন ২৪০ রান মধ্যে রাজকোটে ৯৩ এবং ইন্দোরে ১২৪ র অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন। তবে দুই ওয়ানডেতে কুড়ির ঘরে আউট হয়েছিল একটি ম্যাচে ব্যর্থতাই তাঁকে সিংহাসন করল। ২০২১ সালের এপ্রিলে আইসিসির ওয়ানডে ক্রমতালিকায় এক নম্বরে ছিলেন বিরাট। এরপর তাঁর জায়গায় চলে আসেন পাকিস্তানের বাবর আজম। সেখান থেকে উত্থান হয়েছিল বিরাটের। একটা সপ্তাহ আগে ৭৮৪ রেটিং নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কিউয়ি তারকা। তবে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানের নজির গড়ে শীর্ষে

উঠলেন মিসেল। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান না পেয়ে এক ধাপ নেমে ৭৫৭ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে গেলেন রোহিত শর্মা। ক্রমতালিকায় উঠেছেন আফগান ইব্রাহিম জাদরান। রেটিং পয়েন্ট ৭৬৪। ৭২৩ থেকে রেটিং পয়েন্ট ৭২৫-এ পাঁচে শুভমান গিল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রায় আড়াই বছর পর সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ৭২২ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ বাবর আজম। ৭০৮ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম আইরিশ ক্রিকেটার হ্যারি টেস্টার। ৭০১ পয়েন্ট নিয়ে আটে ক্যারিবিয়ান তারকা শাই হোপ। ৬৯০ পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে শ্রীলঙ্কার চরিত আশালঙ্কা। এক ধাপ উঠে ৬৭০ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে কেএল রাহুল। একাদশ স্থানে আরও এক ভারতীয় তারকা কেএল রাহুল ৬৫৬।

মেয়ের চিকিৎসার জন্য ৭ কোটি চাই, টিম হোটেলে রোহিতের হাত ধরে টানায় যুক্তি মহিলার!

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা): ইন্দোরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষের কিছুক্ষণ পরের কথা। টিম হোটেলে ঢুকছেন রোহিত শর্মা। হঠাৎ নিরাপত্তাকর্মীদের টপকে এক মহিলা চলে আসেন হিটম্যানের সামনে। এমনকী তাঁর হাত ধরে টানও দেন। আচমকা এই ঘটনায় চমকে যান সকলেই। কিন্তু কেন এরকম কাণ্ড ঘটালেন ওই মহিলা? অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। কোনও সেলফির লোভে নয়, বরং নিজের সন্তানকে বাঁচানোর জন্যই তিনি এরকম কাজ করেছেন বলে জানান। রবিবার ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় ম্যাচ। ম্যাচের পরই সেই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। রোহিতের হাত টেনে ওই মহিলা চিৎকার করতে থাকেন, হেল্প হেল্প। ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে প্লেয়ারদের নিরাপত্তা নিয়ে। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার ভক্তদের মাঠে ঢোকার



ঘটনা ঘটেছে।

তবে ওই মহিলার দাবি, তিনি সেরকম কোনও উদ্দেশ্যে রোহিতের হাত টানেননি। একটি ভিডিও করে জানান, তাঁর নাম সারিতা শর্মা। তাঁর দাবি, মেয়ের চিকিৎসার জন্য রোহিতের সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। কোলে একটি

মেয়েকে নিয়ে তিনি বলেন, আমার মেয়ে আনিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওর জীবন বাঁচানোর জন্য ৯ কোটি টাকার ইনজেকশন দরকার। আমেরিকা থেকে সেই ইনজেকশন আনার কথা। আমরা অনেকের সাহায্য চেয়ে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে

পেরেছি। কিন্তু সময় কমে আসছে। সারিকা আরও বলেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির কাছে যেতে। সেলফি তুলতে যাইনি। তাঁদের থেকে আমার সন্তানের জন্য সাহায্য চেয়েছিলাম। আবেগের বশে রোহিত স্যরের হাত টেনে ধরি।



জাতীয় রেকর্ডধারী অ্যাথলিটকে জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন টিটিই! তুঙ্গে বিতর্ক

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা): চূড়ান্ত হেনস্তার শিকার জাতীয় রেকর্ডধারী অ্যাথলিট। জানা গিয়েছে, জোর করে ট্রেন থেকে ওই অ্যাথলিটকে নামিয়ে দিয়েছেন টিকিট পরীক্ষক। তারপর অন্তত পাঁচ ঘণ্টা স্টেশনে আটকে রাখা হয় অ্যাথলিটকে। তাঁর অপরাধ, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য পোল সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে তারকা পোলভল্টারের প্রশ্ন, যদি প্রতিষ্ঠিত অ্যাথলিটদেরই এমন হেনস্তার মধ্যে পড়তে হয় তাহলে উদীয়মানদের কী অবস্থা? ঠিক কী ঘটেছে জাতীয় রেকর্ড গড়া পোলভল্টার দেব মীনার সঙ্গে? জানা গিয়েছে, কুলদীপ যাদব নামে এক সতীর্থের সঙ্গে ট্রেনে চেপে যাচ্ছিলেন তিনি। পোলভল্টার প্রতিযোগিতা থেকে ফিরছিলেন তাঁরা। সেকারণেই পোল সঙ্গে নিয়ে



ট্রেনে চেপেছিলেন দু'জনে। কিন্তু আচমকাই নবি মুন্সইয়ের পানভেল স্টেশনে মীনা এবং কুলদীপকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। টিকিট পরীক্ষক তাঁদের নামিয়ে দেন, সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ট্রেনের মধ্যে পোল নিয়ে ওঠার নিয়ম নেই। টিটির নির্দেশে ট্রেন থেকে নামাতে বাধ্য হন দুই পোলভল্টার। তারপর দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ওই স্টেশনেই আটকে থাকেন দু'জন।